132384 - কউে যদি রকের্ডকৃত রুকয়িা শুনে এটা কি ঝাড়ফুঁক চাওয়ার অর্ন্তভুক্ত হবে?

প্রশ্ন

মোবাইল থকেে রুকয়িা শু নলে সে ব্যক্তি কি তাদরে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা অন্যরে কাছে ঝাড়ফুঁক চায় কংিবা যে ব্যক্তি কবেল রুকয়িাকারী (ঝাড়ফুঁককারী) ব্যক্তরি কাছে যায় (সওে কি অন্তর্ভুক্ত হবে)। যহেতেু হাদসিে এসছে "আমার উম্মতরে মধ্যে সত্তর হাজার লোক বনিা হসিাবে জান্নাতে প্রবশে করবে। তারা হচ্ছে যারা কারো নকিট ঝাড়ফুঁক চায় না, যারা কুলক্ষণে বশি্বাস করে না, যারা গরম ছ্যাক দয়িে চকিৎিসা নয়ে না; বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে।"

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইমাম মুসলমি ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমার উম্মতরে মধ্যে সত্তর হাজার লোক বনিা হসিাবে জান্নাতে প্রবশে করবে। তারা হচ্ছে যারা কারো নকিট ঝাড়ফুঁক চায় না, যারা কুলক্ষণে বশি্বাস করে না, যারা গরম ছ্যাক দয়িে চকিৎিসা নয়ে না; বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে সহহি মুসলমিরে (২২০) নং হাদসিে এসছে: "ঝাড়ফুঁক করে না"। আলমেগণ এ ভাষ্যরে ব্যাপারে হুকুম দয়িছেনে যে, এটি বর্ণনাকারীর ভুল। সঠকি হচ্ছে "ঝাড়ফুঁক চায় না"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

তনিি বলনেনি যে, "তারা ঝাড়ফুঁক করে না" যদওি সহহি মুসলমিরে কোন এক বর্ণনাতে এভাবওে উদ্ধৃত আছে; তবে সটেি ভুল। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিইে ঝাড়ফুঁক করছেনে এবং তনিি অন্যকওে ঝাড়ফুঁক করছেনে; কন্তিু তনিি কারো কাছ থকেে ঝাড়ফুঁক চাননি। কারণ ঝাড়ফুঁকপ্রার্থী: অন্যরে কাছে দোয়াপ্রার্থী; পক্ষান্তরে ঝাড়ফুঁককারী অন্যরে জন্য দোয়াকারী।"[ইকতযিাউস সরিাতলি মুস্তাকীম (পৃষ্ঠা-৪৪৮) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে:

"ঝাড়ফুঁককারী ও ঝাড়ফুঁকপ্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য হল: ঝাড়ফুঁকপ্রার্থী: প্রার্থী, যাচনাকারী, তার অন্তর গায়রুল্লাহ্মুখী।

আর ঝাড়ফুঁককারী: অনুগ্রহকারী, অন্যরে উপকারকারী।[সমাপ্ত][আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইময়িা (১/১৮)]

সুতরাং এই সত্তর হাজার লোকের বশৈষ্ট্যি হল: তারা কারো কাছে ঝাড়ফুঁক তলব করে না। কনেনা لَا يَسْتَرْقُونَ এর অর্থ হচ্ছে— তারা অন্যদরে কাছে রুকয়িা (ঝাড়ফুঁক) করা তলব করে না। পক্ষান্তরে, কউে যদি নজিে নজিকেে ঝাড়ফুঁক করে কংিবা অন্য কাউকে ঝাড়ফুঁক করে: এতে অপছন্দনীয় কছিু নইে।

দুই:

ক্যাসটে, মোবাইল কংিবা অন্য কোন যন্ত্ররে মাধ্যমে রুকয়িা শুনলে আমাদরে মনোনীত অভমিত হচ্ছে— এটি ঝাড়ফুঁক চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ পদ্ধতিতে রুকয়িা শুনাটা ইনশা আল্লাহ্উপকারী। এর মাধ্যমে অনকে মানুষ উপকার পয়েছে। যদওি বশেি ভাল হচ্ছে ব্যক্তি নজিে কুরআন পড়া কংিবা অন্য কউে তাকে পড়ে শুনানো।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ফতোয়া দয়িছেনে য, রডেওি থকেে সূরা বাক্বারা পড়া হলে এটি বাড়ী থকেে শয়তানকে তাড়াবে।

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (২৪/৪১৩)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।